১. অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের পরিচিতিঃ

১.১ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ভিশন ও মিশনঃ

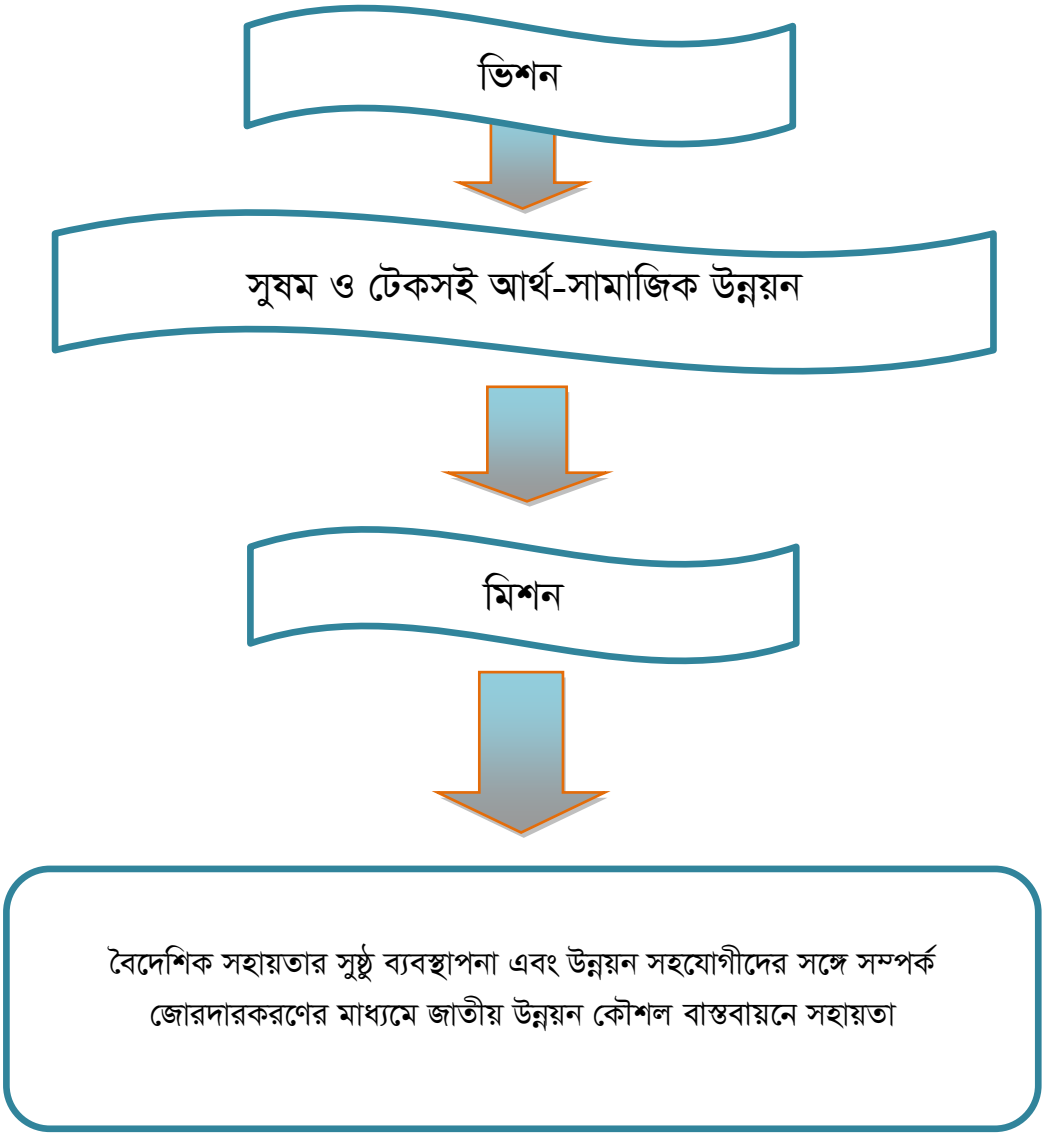

১.২ কর্মপরিধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বৈদেশিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম, নীতি প্রণয়ন, উক্ত বিষয়ে সুপারিশ প্রদান এবং দেশের উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনায় আর্থিক ঘাটতি পূরণের জন্য বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহের দায়িত্ব অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের উপর ন্যস্ত। অর্থ মন্ত্রণালয়ের চারটি বিভাগের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ অন্যতম। বাংলাদেশ সংবিধানের Article ৫৫(৬) ধারার ক্ষমতা বলে জারিকৃত কার্যবিধিমালা (Rules of Business)-১৯৯৬ এর তফসিল-১ এ বর্ণিত কার্যবন্টন (Allocation of Business) অনুযায়ী অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কার্যাবলী ও কর্মপদ্ধতি নিম্নরূপঃ

- বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (এডিপি) এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের নিমিত্ত সকল দ্বি-পক্ষীয় ও বহু-পক্ষীয় অর্থনৈতিক সাহায্যের পরিমাণ নির্ধারণ, চুক্তি সম্পাদন, ব্যবহার উপযোগিতা নিশ্চিতকরণ এবং বরাদ্দ প্রদান;
- বৈদেশিক সাহায্যের উৎস অনুসন্ধান ও আর্থিক বরাদ্দের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা থেকে প্রেরিত বৈদেশিক সাহায্যের (ঋণ, অনুদান, কারিগরি সাহায্য ইত্যাদি) প্রস্তাব পরীক্ষা ও বাছাই করা ;
- দ্বি-পক্ষীয় ও বহু-পক্ষীয় উৎস থেকে খাদ্য এবং পণ্য সাহায্য বিষয়ক বৈদেশিক সাহায্যের চুক্তি সম্পাদন এবং বরাদ্দ প্রদান ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- দ্বিপক্ষীয় দাতা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে চুক্তির প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণসহ কারিগরি সহায়তা কর্মসূচিসমূহের অনুমোদন, কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন এবং প্রক্রিয়াকরণ;
- ইকনমিক সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহে বাংলাদেশি নাগরিকদের বিশেষজ্ঞ এবং পরামর্শক পদে নিয়োগ সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ এবং সমন্বয় সাধন;
- বিদেশি নাগরিকদের পরামর্শক এবং কারিগরি সহায়তা বিশেষজ্ঞ পদে নিয়োগ সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন;
- বৈদেশিক সাহায্যের তহবিল সংক্রান্ত টেন্ডারের জন্য গাইড লাইন এবং কার্যপ্রণালী বিধি তৈরি;
- বৈদেশিক সাহায্যের সঠিক ব্যবহার, সমন্বয়, পর্যালোচনা এবং পরিবীক্ষণ;
- ঋণ প্রোফাইল (Debt Profile) এবং বাজেট তৈরি, ঋণ সার্ভিসিং (Debt Servicing) এবং ঋণ হিসাবসমূহের সংরক্ষণসহ সার্বিক বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনা;
- বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম (BDF) সভার আয়োজন এবং পরবর্তীতে এ বিষয়ে ফলোআপ কার্যক্রম গ্রহণ।
- বৈদেশিক বিনিময় বাজেট তৈরি (নগদ বৈদেশিক বিনিময় বাজেট ব্যতীত);
- বাংলাদেশে কর্মরত উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থা প্রধানদের সাথে অনুষ্ঠিত Local Consultative Group (LCG) সভার কো-চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন।
- বৈদেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের নিমিত্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা, যেমনঃ
    - বিশ্বব্যাংক/আইডিএ এবং আইএফসি;
    - এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি);
    - ইউএনডিপি;
    - জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থাসমূহ যেমন ইউনিসেফ (UNICEF), ইউএনসিডিএফ (UNCDF), এসকাপ (ESCAP), ইকোসক (ECOSOC), ডব্লিউএইচও (WHO), ফাও (FAO), ইফাদ (IFAD), আইএলও (ILO), ইউএনএফপিএ (UNFPA), ইউনিডো (UNIDO), ইউএনভি (UNV), ইউএনইপি (UNEP), আইওএম (IOM), ডব্লিউএফপি (WFP), ইউএনওডিসি (UNODC), ইউএনএইচসিআর (UNHCR), ইউনেস্কো (UNESCO), ইউএনএইডস (UNAIDS), ইউএনউইমেন (UNWOMEN), Global Environment Facility (GEF); Green Climate Fund (GCF); United Nations Office for South South Cooperation (UNOSSC);
    - The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM);
    - ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি);
    - কমনওয়েলথ সংক্রান্ত বিষয়াবলী-
        - মাননীয় অর্থমন্ত্রীদের সম্মেলন;
        - কমনওয়েলথ ফান্ড ফর টেকনিক্যাল কো-অপারেশন (সিএফটিসি);
- উন্নয়ন সহযোগিতা সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থা/ফোরাম/নেটওয়ার্ক যেমনঃ
    - Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC)-এর স্থায়ী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন;

- Internal Aid Transparency Initiative (IATI)-এ এই বিভাগের সিনিয়র সচিবের ভাইস চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- Asia-Pacific Development Effectivenesss Facility (AP-DEF)- এ এই বিভাগের সিনিয়র সচিবের চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন;

- আন্তর্জাতিক উন্নয়নের জন্য তেল রপ্তানিকারক দেশসমূহের সংস্থার তহবিল (OPEC Fund for International Development);
- কলম্বো প্ল্যান (Colombo Plan);
- বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও) এবং বৈদেশিক স্বেছাসেবী সংস্থাসমূহের বৈদেশিক সাহায্য নীতি সংক্রান্ত বিষয়াবলী;
- আর্থিক, অর্থনৈতিক এবং কারিগরি সহযোগিতা সংক্রান্ত সকল আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহঃ যৌথ কমিশন/যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন/ যৌথ অর্থনৈতিক কমিটি, অর্থনৈতিক এবং কারিগরি চুক্তিসমূহ ইত্যাদি;
- আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং দ্বি-পক্ষীয় উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহের স্থানীয় মিশনের সাথে লিয়াঁজো রক্ষা করা;
- বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের মিশনসমূহের অর্থনৈতিক উইং এর প্রশাসনিক তত্ত্বাবধান এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারিদের নিয়োগ ;
- বৈদেশিক অর্থনৈতিক পলিসি উন্নয়ন এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক কারিগরি সহযোগিতা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ বিশেষত উন্নয়ন অর্থায়ন, সম্পদ স্থানান্তর / বিনিময়, বৈদেশিক ঋণ প্রযুক্তি স্থানান্তর;
- জাতিসংঘ এবং এর সংযুক্ত সংস্থাসমূহ, কমনওয়েলথ সম্মেলন, জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন, ইসলামী সংস্থার সম্মেলন, সার্ক সম্মেলন ইত্যাদিতে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক এবং আর্থিক অবস্থানপত্র এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;
- ফেলোশিপ এবং ফাউন্ডেশনঃ
    - এশিয়া ফাউন্ডেশন, ফোর্ড ফাউন্ডেশন, ব্রিটিশ কাউন্সিল, আইআরডিসি এবং এডিসিসহ বিভিন্ন দ্বি-পাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক উৎস থেকে প্রাপ্ত ফেলোশীপ, স্কলারশীপ এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণের আমন্ত্রণসমূহের ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম;
    - বৃত্তিবন্টন কমিটি এবং নির্বাচন কমিটি (বিশেষতঃ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ)-এর সাথে লিয়াঁজো করা;
    - বাংলাদেশ কর্তৃক কারিগরি সহায়তার প্রস্তাবনা ।
    - আর্থিক বিষয়সহ সচিবালয় প্রশাসন;
    - এ বিভাগের অধীনস্ত অফিস ও সংস্থাসমূহের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ;
    - আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে লিয়াঁজো রক্ষা করা এবং এ বিভাগের কর্মবন্টন অনুযায়ী অন্যান্য দেশ ও বিশ্ব সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি ও সমঝোতা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
    - এ বিভাগের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কিত সকল বিধিসমূহ;
    - এ বিভাগের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কিত বিষয়ে যে কোন পরিসংখ্যান এবং তথ্য প্রদান;
- আদালতে গৃহীত ফি ব্যতীত এ বিভাগের কোন বিষয় সম্পর্কিত ফি সমূহ;

১.৩ সাংগঠনিক কাঠামো বিন্যাস

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বৈদেশিক সম্পদ (অনুদান, ঋণ ও খাদ্য সাহায্য) আহরণের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করে থাকে। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বিভাগটি সরকার গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংস্থা এবং বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থার মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। এ সকল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক অর্থ ছাড়করণ এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ পরিবীক্ষণ এ বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের জন্য এ বিভাগের সম্পর্ক কার্যক্রমকে কয়েকটি অনুবিভাগ, অনুবিভাগ গুলোকে অধিশাখায় এবং শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে। বিশ্বের ভৌগোলিক অবস্থানভেদে উন্নয়ন সহযোগী দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার উপর ভিত্তি করে অনুবিভাগওয়ারি বিন্যস্ত করা হয়েছে ।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মোট ১০ (দশ) টি অনুবিভাগ রয়েছে। প্রতিটি অনুবিভাগ কয়েকটি অধিশাখায় বিভক্ত। বিভিন্ন অধিশাখার অধীনে কয়েকটি করে শাখা রয়েছে। অনুবিভাগ-১ (আমেরিকা ও জাপান) এর অধীনে ০৪টি অধিশাখা এবং ০৩টি শাখা রয়েছে। অনুবিভাগ-২ (বিশ্বব্যাংক) এর অধীনে ০৪টি অধিশাখা এবং ০৭টি শাখা রয়েছে। অনুবিভাগ-৩ (প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য) এর অধীনে ০৬টি অধিশাখা এবং ০৮টি শাখা রয়েছে। অনুবিভাগ-৪ (জাতিসংঘ) এর অধীনে ০৪টি অধিশাখা এবং ০৫টি শাখা রয়েছে।

অনুবিভাগ-৫ (এডিবি) এর অধীনে ০৪টি অধিশাখা এবং ০৩টি শাখা রয়েছে। অনুবিভাগ-৬ (সমন্বয় ও নরডিক) এর অধীনে ০৭টি অধিশাখা এবং ০৩টি শাখা রয়েছে। অনুবিভাগ-৭ (ইউরোপ) এর অধীনে ০৩টি অধিশাখা এবং ০৩টি শাখা রয়েছে। অনুবিভাগ-৮ (এশিয়া, জেইসি ও এফএন্ডএফ) এর অধীনে ০৬টি অধিশাখা এবং ০৩টি শাখা রয়েছে। অনুবিভাগ-৯ (ফাবা) এর অধীনে ০২টি অধিশাখা এবং ০৬টি শাখা রয়েছে। অনুবিভাগ-১০ (ডেভেলপমেন্ট ইফেকটিভনেস) এর অধীনে ০৩টি অধিশাখা এবং ০৬টি শাখা রয়েছে। প্রতিটি অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম-সচিব অনুবিভাগ প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও এ বিভাগের অধীনে বর্তমানে ৭টি ইকনমিক উইং বিদেশে দ্বি-পাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং বৈদেশিক সম্পদ আহরণের জন্য কাজ করছে। ২০১৫ সালে চীনের বেইজিংস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে কাউন্সেলর পর্যায়ে ০১টি ইকনমিক উইং স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ভারতের নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ হাইকমিশন কাউন্সেলর পর্যায়ের ইকনমিক উইং খোলার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১.৪ মিশন স্টেটমেন্ট ও প্রধান কার্যাবলিঃ

মিশন স্টেটমেন্টঃ

দ্বি-পক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদারকরণের মাধ্যমে বহিঃসম্পদ সংগ্রহপূর্বক সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা কর্মসূচিকে সহায়তা করে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ ।

১.৫ মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং প্রধান কার্যক্রম

মধ্যমেয়াদি ব্যয়

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

	বাজেট ২০১৪-১৫ (সংশোধিত)	বাজেট ২০১৫-১৬ (সংশোধিত)	বাজেট	প্রক্ষেপণ	
			২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
১	২	৩	৪	৫	৬
অনুন্নয়ন	৯৭০৭,৭৪,৫৫	৮৮০২,৬৫,৫৫	৯৯৮৮,৪৫,৫৫	১০৯৫১,৭৩,০০	১১৯৭০,৩৩,০০
উন্নয়ন	৩০,৯৭,০০	৩৪,৫১,০০	৩৩,১৭,০০	৩৬,৩০,০০	৩৯,৬০,০০
মোট	৯৭৩৮,৭১,৫৫	৮৮৩৭,১৬,৫৫	১০০২১,৬২,৫৫	১০৯৮৮,০৩,০০	১২০০৯,৯৩,০০

১.৫.১ মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহঃ

মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রমসমূহ
১	২
১.দ্বি-পাক্ষিক এবং বহু পাক্ষিক আন্তর্জাতিক সংস্থা/দেশ হতে বৈদেশিক সম্পদ ও সহায়তা আহরণ	• প্রতিশ্রুত বৈদেশিক ঋণ ছাড়, চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়া এবং অনুদান সংগ্রহ সহজতর করা; • বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (B.D.F)-এর সভা আয়োজন এবং তদারকি কার্যক্রম পরিবীক্ষণ; • জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবসমূহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে উপস্থাপন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল হতে যেমনঃ Global Environment Facility (G.E.F), The Bangladesh Climate Change Resilience Fund (B.C.C.R.F), Pilot Program for Climate Resilience (P.P.C.R) সম্পদ সংগ্রহ; • যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন সভার আয়োজনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন ত্বরান্বিত করা।
২.বৈদেশিক ঋণ ধারণযোগ্য পর্যায়ে রাখা	• বৈদেশিক সহায়তা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন এবং বাস্তবায়ন; • বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ (debt servicing) কার্যক্রম; • ঋণ সংক্রান্ত ব্যয় বিশ্লেষণ।
৩.স্থানীয় পর্যায়ে ঋণ সহায়তা ফলপ্রসূকরণ	• প্যারিস, আক্রা এবং বুশান ঘোষণার আলোকে প্রণীতকাঠামোর আওতায় যৌথ সহযোগিতা - কৌশল (Joint Cooperation Strategies)-এর উন্নয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ; • Aid Information Management System (A.I.M.S) স্থাপন।

১.৫.২ অগ্রাধিকার ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ (Priority Spending Areas/Programmes)

নং	অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচিসমূহ	সংশ্লিষ্ট মধ্যমেয়াদি কৌশলগত মধ্যমেয়াদি উদ্দেশ্য
১	২	৩
১.	বৈদেশিক সহায়তা ব্যবস্থাপনার উন্নয়নঃ বৈদেশিক ঋণের ধারণ ক্ষমতা (Debt Sustainability) কাঙ্খিত সীমার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম (Debt Servicing) পরিপালন সহ তথ্যাদি সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে থাকে। এতদুদ্দেশ্যে ঋণ ব্যবস্থাপনা আরও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ইতোমধ্যে ডেট ম্যানেজমেন্ট ফাইনান্সিয়াল এনালাইসিস সিস্টেমের (D.M.F.A.S) -৬ ভার্সন স্থাপন করা হয়েছে । এ এইড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফট্ওয়ারও তৈরি করে এবং বিভিন্ন ব্যবহারিক ও কারগরি দিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চলছে। স্থাপন এবং হালনাগাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বৈদেশিক সম্পদ আহরণ ও এর গতিধারা বিশ্লেষণের জন্য ঋণ ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় এ বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।	বৈদেশিক ঋণ ধারণযোগ্য পর্যায়ে রাখা
২.	বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং বিদেশে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষাঃ এ বিভাগের অধীনে বর্তমানে ৭টি ইকনমিক উইং বিদেশে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং বৈদেশিক সম্পদ আরহরণের জন্য কাজ করছে। এ উদ্দেশ্যকে আরও জোরদার করার লক্ষ্যে চীনের বেইজিং এ নতুন দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন ইকনমিক উইং খোলার প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে। অধিকন্তু বিদ্যমান মিশনসমূহে আরও অধিক লজিস্টিক সহায়তার আব্যশকতা রয়েছে, ফলে এ কার্যক্রমটিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।	দ্বি-পাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক আন্তর্জাতিক সংস্থা/দেশ হতে বৈদেশিক সম্পদ ও সহায়তা আহরণ
৩.	ঋণের কার্যকর ব্যবহারকে (Aid Efectiveness) প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়াঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বৈদেশিক সহায়তা ছাড়করণ (Disbursement) এবং অঙ্গীকারের সমন্বয় সাধন করে। বৈদেশিক সহায়তার কার্যকর ব্যবহার (Aid Efectiveness) নিশ্চিত করার জন্য ই.আর.ডি. নিয়মিতভাবে Organisation for Economic Co-operation Developmentnt Assistance Committee (OECD-DAC) Survey ওয়ার্কশপ এবং সেমিনারের আয়োজন করে থাকে। ঋণের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে এ খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে ।	স্থানীয় পর্যায়ে ঋণ সহায়তা ফলপ্রসূকরণ

১.৫.৩ প্রধান কার্যসমূহ, ফলাফল নির্দেশক ও লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয় প্রাক্কলন

প্রধান কার্যক্রম	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
ঋণ এবং অনুদান সংগ্রহের জন্য সমঝোতা (Negotiation) সভা আয়োজন;	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক মিশন/সংস্থার সাথে সম্ভাব্য ৭৫০টি সমঝোতা সভার মাধ্যমে ঋণ ও অনুদানের চুক্তি সম্পাদন	১
বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (বিডিএফ)-এর সভা আয়োজন;	সম্ভাব্য ২/৩টি সভা আয়োজনের মাধ্যমে সরকারি নীতি, উন্নয়ন পরিকল্পনা, লক্ষ্য, রূপকল্প অগ্রাধিকারের বিষয়ে উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে মত বিনিময় এবং সমন্বিত কর্ম প্রয়াসের মাধ্যমে উন্নয়ন রূপকল্প বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ। উল্লেখ্য যে, বিডিএফ এর সভা উন্নয়ন সহোযোগীদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে আয়োজন করা হয়ে থাকে।	২
প্রকল্প বাস্তবায়নে	প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে উত্থাপিত সমস্যাসমূহ নিরসন বিষয়ে সম্ভাব্য ১০০ টি	১

প্রধান কার্যক্রম	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
সমস্যা দূরীকনণের দূরীকরণের জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে নিয়মিত আলোচনা সভা আয়োজন;	সভার আয়োজনের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের ত্বরান্বিতকরণ।	
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল যেমনঃ Green Climate Fund (GCF), Climate Investment Fund (CIF) ইত্যাদি হতে সম্পদ সংগ্রহ;	Green Climate Fund (GCF), Climate Investment Fund (CIF) হতে জলবায়ুর নেতিবাচক পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য সম্পদ সংগ্রহকরণ।	
বৈদেশিক সহায়তা নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তা বৃদ্ধি;	পরিবর্তনশীল অবস্থায় বিদ্যমান নীতির সংশোধন, পরিবর্ধন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তা, বাণিজ্য ও সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ বৃদ্ধিকরণ। আগামী ৫ বছরে ১৪.০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ডিসবার্সমেন্টের ব্যবস্থাকরণ	১
যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন সভার আয়োজন;	সম্ভাব্য ১৫টি যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন সভার আয়োজনের মাধ্যমে দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতার ক্ষেত্র নির্ধারণ ও সম্প্রসারণকরণ।	১
ঋণের তথ্য সংরক্ষণ, ঋণ পরিশোধ এবং ধারণ ক্ষমতা (Sustainability) বিশ্লেষণ;	ডিএমফাস (DMFAS) এর মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে বৈদেশিক ঋণের যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ। Digitalized পদ্ধতির মাধ্যমে সকল প্রকার ঋণ ও অনুদানের তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা, ঋণের ধারনাগত বিশ্লেষণ এবং সঠিক সময়ে ঋণ পরিশোধকরণ।	২
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রকল্প সহায়তা বরাদ্দ প্রদান ও ব্যবহার পর্যালোচনা;	সম্ভাব্য ১৩ টি সভার মাধ্যমে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রকল্প সহায়তা বরাদ্দ প্রদান, ব্যবহার পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণ।	২
যৌথ সহযোগিতা-কৌশল (Joint Cooperation Strategies)-এর উন্নয়ন ও সহায়তার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ উদ্যোগ;	লোকাল কলসাল্টেটিভ গ্রুপের সভার মাধ্যমে সরকারের নীতি, কৌশল ও প্রাধিকারের প্রতি উন্নয়ন সহযোগীদের সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে বৈদেশিক সম্পদ আহরণ, কার্যকর ব্যবস্থার বিষয়ে ২০টি ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজন; প্যারিস ঘোষণা বাস্তবায়নের ৫ টি মূল নীতির আলোকে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং DAC Survey এর ১২ টি ইন্ডিকেটরের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।	৩
প্রকল্প পরিচালক এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে কার্যকর Portfolio Meeting আয়োজন	সম্ভাব্য ৩২টি Portfolio Meeting আয়োজনের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণ।	৩

১.৫.৪ মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (Key Performance Indicators)

নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য	পরিমাপের একক	২০১৫-১৬		২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রা	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
			লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত		২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১.বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির অঙ্গীকার	১,২	জিডিপির % হিসাবে	২.৭১%	৩.১৭%	২.৩৯%	২.১২%	১.৯৩%	১.৭৫%
২.বৈদেশিক সহায়তা ছাড়করণ	১,২	জিডিপির % হিসাবে	১.৫২%	১.৫৬%	১.৬০%	১.৬০%	১.৬০%	১.৬০%
৩.T.D.S.*/X.G.S**	২	%	২.৯৩%	২.১৬%	২.৯৭%	২.৬৭%	২.৬৭%	২.৪৩%
৪ . T.D.S./GDP	২	%	০.৫৪%	০.৪৮%	০.৪৯%	০.৪৩%	০.৪৩%	০.৩৯%
৫.T.O.E.D.***/X.G.S	২	%	৭০.০২%	৫৩.৪৯%	৬৮.২২%	৬৭.০৭%	৬৭.২০%	৬৭.৬৪%
৬. T.O.E.D./G.D.P.	২	%	১১.৫৯%	১১.৭৭%	১১.১৯%	১০.৮৯%	১০.৯১%	১০.৯৮%
৭. মোট বৈদেশিক ঋণের মধ্যে নমনীয় ঋণের পরিমাণ	৩	%	৮৮.০০%	৮৯.০০%	৮৭.০০%	৮৬.০০%	৮৬.০০%	৮৬.০০%
৮. মোট বৈদেশিক সহায়তার মধ্যে অনুদানের পরিমাণ	৩	%	১৮.৮৮%	১৫.৮৩%	১৬.২৫%	১৫.৪৭%	১৫.০০%	১৩.৬৪%

* T.D.S. – Total Debt Service (External)

** X.G.S. – Export of Goods and Services

*** T.O.E.D.- Total Outstanding External Debt

১.৬ বৈদেশিক সাহায্য ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক চিত্র

বর্তমান সরকারের দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকার উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে বিশেষ গুরুরোপ করেছে। অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সম্পদ সরবরাহের সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বিনিয়োগ চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে বর্তমান আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বৈদেশিক সাহায্য অপরিহার্য। ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের বাজেটে মোট সরকারি বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা জিডিপি'র ৭.৩% নির্ধারণ করা হয়েছিল। জিডিপি'র ১.৮% নীট বৈদেশিক সাহায্য হতে সরকারের বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। সরকারের কার্যপ্রণালী বিধির আওতায় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বৈদেশিক সহায়তা অনুসন্ধান ও সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশের পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার পথ-পরিক্রমায় বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভে সক্ষম হয়েছে; যা অর্থনৈতিক নীতি ও কৌশলের ধারাবাহিক সাফল্যের প্রতিফলন । ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশ পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার জন্য সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী জিডিপি হার ৬.৫% হতে বৃদ্ধি করে ক্রমান্বয়ে ২০২০ অর্থবছরে ৮% এ পৌছাতে হবে (২০১৬ থেকে ২০২০ পর্যন্ত প্রতি অর্থবছরে গড়ে ৭.৪%)। সেজন্য বিনিয়োগও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে ২০২০ অর্থবছরে জিডিপি'র ৩৪.৪ % হওয়া আবশ্যক, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ছিল ২৮.৯%। অধিকন্তু, ২০২০ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগের মধ্যে সরকারি বিনিয়োগের হারও জিডিপির ৭.৮% হতে হবে। অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সম্পদ আহরণের সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় বিনিয়োগ চাহিদা পূরণে বৈদেশিক সহায়তার আহরণ ও কার্যকর ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ২০১১-১২ হতে বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবহণসহ অবকাঠামো ও সামাজিক খাতে বিনিয়োগ চাহিদা পূরণের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে।

২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬ পর্যন্ত পাঁচ অর্থবছরে অর্জিত বৈদেশিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি (Commitment)-এর পরিমাণ ২৮.৭২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (যা গড়ে প্রতি অর্থবছরে ৫.৭৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)। একই সময়ে বৈদেশিক সহায়তার ছাড়করণের (Disbursement) পরিমাণ ১৪.৫১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (যা গড়ে প্রতি অর্থবছরে ২.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমান)। উল্লেখ্য, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বৈদেশিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি (commitment) প্রথমবারের মতো ছয় বিলিয়ন ডলারের ল্যান্ডমার্ক অতিক্রম করেছে এবং বৈদেশিক সহায়তার ছাড়করণও (disbursement) স্বাধীনতাত্তোরকালে সর্বোচ্চ।

১.৬.১ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সার্বিক কর্মকান্ডের অর্জনসমূহ নিম্নরুপ:

১.৬.১.১ **বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহ** (Foreign Aid Mobilization): বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট ৬৯৯৭.৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে (কমিটমেন্ট)। এর মধ্যে অনুদান (grant) ও ঋণ (loan) এর পরিমাণ যথাক্রমে ৪৯৪.৮২ ও ৬৫০৩.১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বৈদেশিক সাহায্যের কমিটমেন্টের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল ৬,০০০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার বিপরীতে কমিটমেন্ট অর্জিত হয়েছে ১১৬.৬৩%। আলোচ্য অর্থ বছরে উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে বহুপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী বিশ্বব্যাংক হতে সর্বোচ্চ বৈদেশিক সাহায্যের কমিটমেন্ট পাওয়া গেছে যার পরিমাণ ১১৭৮.০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে ভারত হতে সর্বোচ্চ কমিটমেন্ট পাওয়া গেছে যার পরিমাণ ২০০০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বৈদেশিক সাহায্যের মোট কমিটমেন্টের সিংহভাগ দ্বিপাক্ষিক (Bilateral) সংস্থা হতে পাওয়া গেছে। বহুপাক্ষিক (Multilateral) ও দ্বিপাক্ষিক (Bilateral) উৎস হতে কমিটমেন্টের হার লেখচিত্র-১ দেখা যেতে পারে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে উৎস অনুযায়ী কমিটমেন্টের হার

লেখচিত্র-১

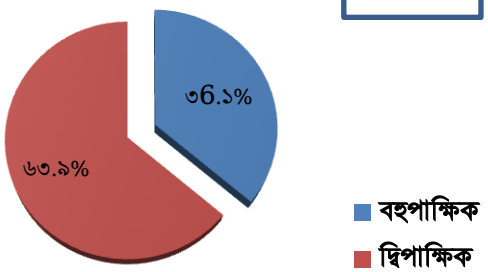

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বৈদেশিক সাহায্যের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে মোট ৮২ টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যার মধ্যে অনুদান চুক্তি ৪৮ টি এবং ঋণ চুক্তি ৩৪ টি। চুক্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিশিষ্ট-১-এ দেখা যেতে পারে।

১.৬.১.২ **বৈদেশিক সাহায্য ছাড়করণ** (Disbursement of Foreign Aid)**:** ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট বৈদেশিক সাহায্য ছাড়ের পরিমাণ ৩৪৪৯.৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মোট ছাড়কৃত বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে অনুদান ৫৪৬.২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ঋণ ২৯০৩.৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মোট ডিসবার্সমেন্টের মধ্যে ঋণ ও অনুদানের হার লেখচিত্র-২ এ দেখা যেতে পারে। আলোচ্য অর্থ বছরে বৈদেশিক সাহায্যের ডিসবার্সমেন্টের লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত) ছিল ৩৪১৫.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার বিপরীতে ১০১% ছাড় হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ছাড়কৃত বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে ২৩০৫.৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বহুপাক্ষিক এবং ১১৪৪.১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দ্বিপাক্ষিক উৎস হতে পাওয়া গেছে। এ অর্থবছরে বিশ্ব ব্যাংক সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক সাহায্য ছাড় করেছে যার পরিমাণ ১১৬০.০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। দ্বিপাক্ষিক উৎসের মধ্যে হতে জাপান সর্বোচ্চ ৫৩২.৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক সাহায্য ছাড় করেছে। উন্নয়ন সহযোগী অনুযায়ী ডিসবার্সমেন্টের বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-২ এ দেখানো হয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে ছাড়কৃত বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে অনুদান ও ঋণ-এর হার

লেখচিত্র-২

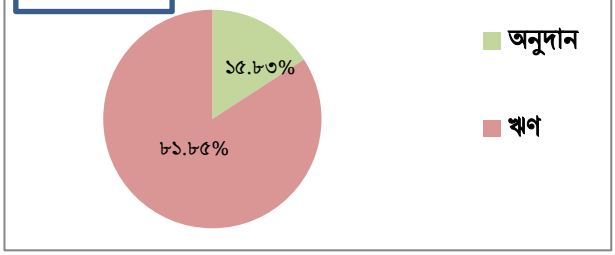

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ছাড়কৃত বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে খাদ্য সাহায্য ও প্রকল্প সাহায্য এর পরিমাণ যথাক্রমে ৩১.৯১ ও ৩৪১৮.০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কোন বাজেট সাপোর্ট পাওয়া যায়নি এবং বিগত কয়েক বছরের ন্যায় এ বছরেও কোন পন্য সাহায্য ছাড় হয়নি। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরসহ বিগত কয়েকটি অর্থ বছরের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ডিসবার্সমেন্ট সম্পর্কিত তথ্য লেখচিত্র-৩ এ উপস্থাপন করা হলো।

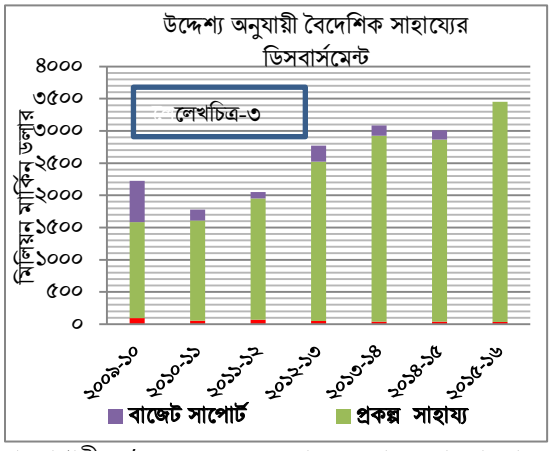

প্রাথমিক হিসাবে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের শেষে ছাড়যোগ্য বৈদেশিক সাহায্য (foreign aid in the pipe line)-এর পরিমাণ দাড়িয়েছে প্রায় ২২.২৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে ২০১২-২০১৩, ২০১৩-২০১৪ এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরেই মোট ১৭.৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক সাহায্যের কমিটমেন্ট পাইপ লাইনে যুক্ত হয়েছে যা আগামী ৪/৫ বছরের মধ্যে ছাড় হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে বৈদেশিক সাহায্যের ডিসবার্সমেন্ট সরাসরি প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত বিধায় প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মদক্ষতার উপর ডিসবার্সমেন্ট বহুলাংশে নির্ভরশীল।

১.৬.১.৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (Annual Development Programme)**:** বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) অর্থায়নে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা ক্রমহ্রাসমান হলেও এখনো উল্লেখযোগ্য অংশ বৈদেশিক সাহায্য হতে নির্বাহ করা হয়ে থাকে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এডিপি-এর আকার ছিল ৯৭০০০ কোটি টাকা যার মধ্যে বৈদেশিক সাহায্যের মোট পরিমাণ ছিল ৩৪৯০০ কোটি টাকা যা মোট এডিপি আকারের ৩৫.৯৮%। এ বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দ ছিল ৩৪৫০০ কোটি টাকা।

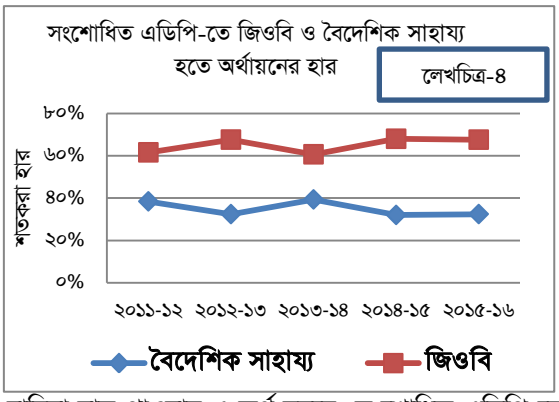

সংশোধিত এডিপি আকার ৯১০০০ কোটি টাকার মধ্যে বৈদেশিক সাহায্যের অবদান ছিল ২৯৪৮০ কোটি টাকা যা সংশোধিত এডিপি আকারের ৩২.৪০%। এর মধ্যে প্রকল্প সাহায্য ছিল ২৯১৬০ কোটি টাকা। বিগত ৫ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি-তে জিওবি ও বৈদেশিক সাহায্য হতে অর্থায়নের হারের তুলনামূলক চিত্র লেখচিত্র-৪ এ দেখানো হয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দ ছিল ৩৪৫০০ কোটি টাকা (৪৩১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্প সাহায্যের চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় এ অর্থ বছরে সংশোধিত এডিপি-তে প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দ ২৯১৬০ কোটি টাকা (৩৬৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) নির্ধারণ করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি-তে প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দ ছিল ২৪৯০০ কোটি টাকা (৩১৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। অর্থাৎ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপি-তে প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪.৬১%। উল্লেখ্য যে স্বাধীনতার পর থেকে এ যাবৎ সকল অর্থবছরে সংশোধিত এডিপি-তে প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দ এডিপি'র তুলনায় হ্রাস পাচ্ছে। বিগত পাঁচ অর্থবছরের এডিপি ও আরএপিডি-তে প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দ লেখচিত্র-৫ এ প্রদর্শিত হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট

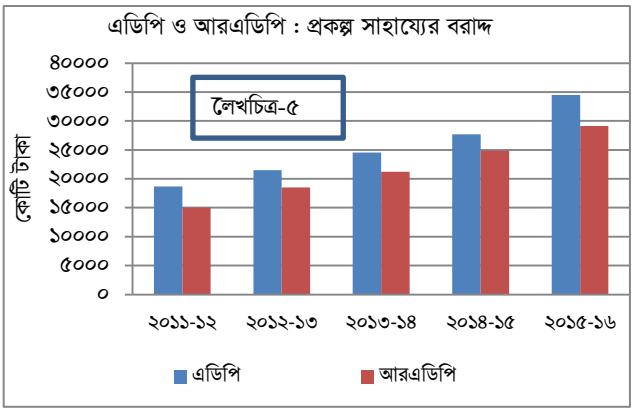

প্রকল্পের মোট সংখ্যা ৩৭১ টি। যার মধ্যে কারিগরি সহায়তা (Technical Assistance) প্রকল্প ১৭৮ টি এবং বিনিয়োগ (Investment) প্রকল্প ১৯৩ টি। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দকৃত প্রকল্প সাহায্য ২৯,১৬০ কোটি টাকা। এর মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্পে ২৬,৯৫৩.৯২ কোটি টাকা এবং কারিগরি সহায়তা প্রকল্পে ১,৬৭৮.৪ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ৫২৭.৬৮ কোটি টাকা বিশেষ প্রয়োজনে বরাদ্দের জন্য থোক হিসাবে রাখা হয়েছিল।

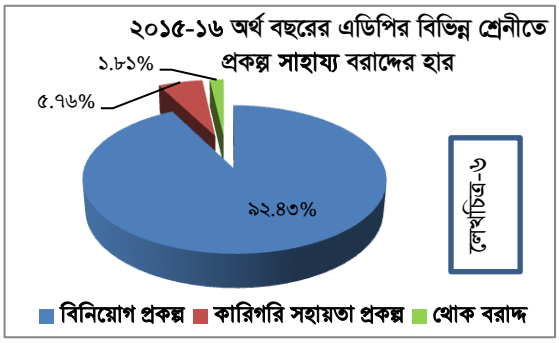

লেখচিত্র-৬ এ প্রকল্প সাহায্যের শ্রেণিভিত্তিক বরাদ্দের তুলনামূলক হার দেখা যেতে পারে। বিগত অর্থবছর সমূহের ন্যায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরেও ১৭ টি খাতে প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ দেয়া হয়। এ অর্থ বছরে বৈদেশিক সহায়তার সিংহভাগই পরিবহন ও বিদ্যুৎ সেক্টরের জন্য

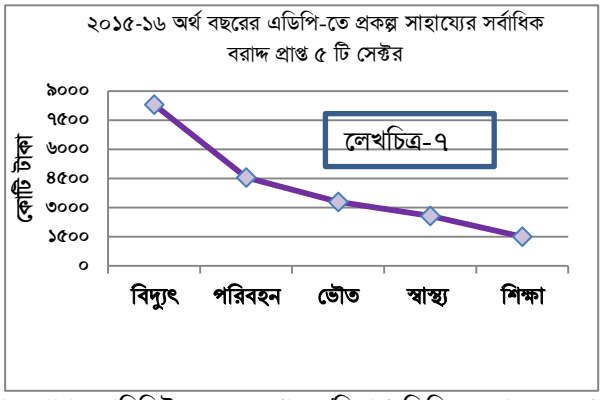

সংগ্রহ করা হয়েছে। লেখচিত্র-৭ এ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সর্বাধিক বরাদ্দপ্রাপ্ত ৫টি সেক্টরের তথ্য দেখা যেতে পারে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী-তে সেক্টরভিত্তিক প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দ পরিশিষ্ট-৩ এ দেখানো হলো। অন্যদিকে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক বরাদ্দ বিবেচনায় বিদ্যুৎ বিভাগ সর্বাধিক ও স্থানীয় সরকার বিভাগ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রাপ্ত। পরিশিষ্ট-৪ এ মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক বরাদ্দের তথ্য সংযুক্ত আছে।

১.৬.১.৪ প্রকল্প সাহায্যের ব্যবহার বৃদ্ধিতে গৃহীত উদ্যোগঃ এডিপি-ভুক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত প্রকল্প সাহায্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে। বিগত কয়েক বছর থেকে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের উইং প্রধান পর্যায়ে বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে ত্রৈমাসিক ত্রিপক্ষীয় পোর্টফলিও সভা করা হচ্ছে।অর্থায়ন চুক্তি স্বাক্ষর পরবর্তী অতিবাহিত সময়কালে বৈদেশিক সহায়তা ছাড়ের গতি বিবেচনায় slow moving প্রকল্প চিহ্নিত করা হয় এবং ত্রৈমাসিক ত্রিপক্ষীয় পোর্টফলিও সভায় পর্যালোচনা করা হয়। তাছাড়া সর্বাধিক বরাদ্দ বরাদ্দ প্রাপ্ত প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য সচিব পর্যায়ে দ্বিবার্ষিক এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী পর্যায়ে বার্ষিক

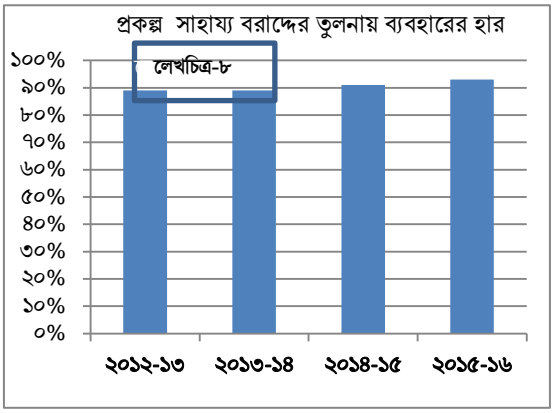

সভা করা হয়ে থাকে। এ সকল উদ্যোগের পাশাপাশি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অগ্রগতি সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা চিহ্নিত ও তা দূরীকরণে এ বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক গৃহীত এ সকল উদ্যোগের ফলে এডিপিভুক্ত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত প্রকল্প সাহায্য ব্যবহারের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাস্তবায়ন,পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী লেখচিত্র -৮-এ প্রকল্প সাহায্য ব্যবহারের তথ্য প্রদর্শিত হয়েছে।

জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও বড় প্রকল্পের বাস্তবায়ন গতিশীল করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ফাস্ট ট্র্যাক প্রজেক্ট মনিটরিং কমিটি এবং দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নে ফাস্ট ট্র্যাক ভূক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ফাস্ট ট্র্যাক প্রজেক্ট মনিটরিং টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প, রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মান প্রকল্প, মেট্রো রেল প্রকল্প, এলএনজি টার্মিনাল নির্মান প্রকল্প, সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মান প্রকল্প, মাতারবাড়ি

২x৬০০মেঃ ওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিকাল কোল্ড ফায়ারড প্রকল্প, পায়রা সমুদ্র বন্দর প্রকল্প, পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প ও দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে ঘুমধুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ-এই দশটি প্রকল্পকে ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা বজায় রাখা ও নিয়ম বিরোধী পদক্ষেপ পরিবীক্ষণের জন্য কর্মপন্থা (modality) প্রণয়ণ করা হয়েছে।

১.৬.১.৫ বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনা (External Debt Management)**:** অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ সরকার কর্তৃক গৃহীত বৈদেশিক ঋণের ব্যবস্থাপনা করে থাকে। ঋণ ব্যবস্থাপনার এ কাজটি সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে করার জন্য এ বিভাগে ১৯৯২ সাল হতে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন সফটওয়ার "ডেট ম্যানেজমেন্ট ফাইনানসিয়াল এনালাইসিস সিস্টেম" (ডিএমএফএএস) ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের সক্ষমতা বিশ্বমানে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে সরকার কর্তৃক গৃহীত বৈদেশিক ঋণের সিংহভাগই হলো মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ। সাধারণত মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ (Medium and Long Term Debt) নমনীয় (concessional) প্রকৃতির হয়ে থাকে। বৈদেশিক উৎস হতে সরকারের গৃহীত ঋণ পরিশোধের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বৈদেশিক ঋণের নীট প্রবাহ বেড়েছে ৩১.৫১%। লেখচিত্র-৯ এ বিগত কয়েক বছরের নীট বৈদেশিক প্রবাহের তথ্য দেখানো হলো ।

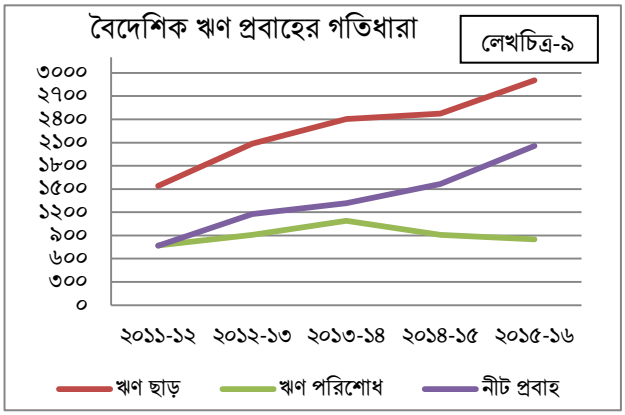

ঋণ পরিশোধ (Debt Servicing)**:** অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ সরকার কর্তৃক গৃহীত বৈদেশিক ঋণের পরিশোধ কার্যক্রম পরিচালনা করে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ইআরডি বৈদেশিক ঋণের বিপরীতে সর্বমোট ১০৫০.৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল্য ৮২২৪.৮৩ কোটি টাকা বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের পরিশোধ করেছে। যার মধ্যে আসল ৮৪৮.৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল্য ৬৬৪৩.১৪ কোটি টাকা এবং সুদ ২০২.১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল্য ১৫৮১.৬৯ কোটি টাকা । এ অর্থ বছরে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের বাজেট বরাদ্দ ছিল ১০৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল্য ৮৬০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ এ অর্থ বছরে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ কার্যক্রমে বাজেট বরাদ্দ হতে ৩৭৫.১৭ কোটি টাকা কম ব্যয় হয়েছে। উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পর থেকে এ যাবৎ বাংলাদেশ যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হয়েছে। এমনকি ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কিস্তির পুনঃতফসিলকরণের জন্য বাংলাদেশের কখনো আবেদন করারও প্রয়োজন হয়নি।

ঋণ ধারণক্ষমতা (Debt Sustainability)**:** বৈদেশিক ঋণের ধারণক্ষমতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কতিপয় সূঁচক (indicator) আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে অন্যতম ও অধিক প্রচলিত সূচকসমূহ হচ্ছে বৈদেশিক ঋণের স্থিতি এবং বৈদেশিক ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধের সঙ্গে দেশের জিডিপি, রপ্তানী আয়, রাজস্ব আয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ। এক্ষেত্রে বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য ঋণের ধারণক্ষমতার সূচকের ঝুঁকি সীমা নির্ধারণ করেছে। ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের ধারণক্ষমতার সূচকের তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ:

সূচক / অর্থ বছর	বৈদেশিক ঋণের স্থিতি		**বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ**	
	জিডিপি'র তুলনায়	রপ্তানী+রেমিটেন্স -এর তুলনায়	রাজস্বের তুলনায়	রপ্তানী+রেমিটেন্স এর তুলনায়
২০১৪-১৫	১২.২৫%	৪৮.৬৮%	৫.৮৫%	২.২৩%
২০১৫-১৬	১১.৭৭%	৫৩.৪৯%	৪.৬২%	২.১৫%
আন্তর্জাতিকভাবে নির্ধারিত ঋণের ধারণক্ষমতার ঝুঁকি সীমা	৪০%	১৫০%	৩০%	২০%

উপরের সূচক বিশ্লেষণের দেখা যায় যে, বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের ধারণক্ষমতা সর্বোচ্চ ঝুঁকি সীমার অনেক নিচে। অর্থাৎ এটি স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের ধারন ক্ষমতা সন্তোষজনক পর্যায়ে আছে। ঋণমান নির্ণয়কারী (credit rating) প্রতিষ্ঠান

যথাঃ Moody's Investors Service (Moody's), Standard and Poor's (S&P), Ges Fitch Ratings-এর প্রকাশিত পর্যবেক্ষণেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের রিপোর্টে বাংলাদেশকে পর পর তিন বছর একই সর্বভৌম ঋণমান তালিকায় রেখেছে। এ রেটিং তালিকায় Moody's, S&P ও Fitch বাংলাদেশকে যথাক্রমে Ba3, BB- I ও BB মান প্রদান করে বাংলাদেশের ঋণমান পরিস্থিতিকে স্থিতিশীল (stable) হিসাবে আখ্যায়িত করেছে।

অনমনীয় ঋণের ঝুঁকি হ্রাসে গৃহীত উদ্যোগ: ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে অতিরিক্ত বিনিয়োগ চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। অপরদিকে বিশ্ব অর্থনীতির মন্দা, ইউরোপ কেন্দ্রিক ঋণ জটিলতা ও পরিবর্তনশীল ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নমনীয় ঋণের উৎস সংকুচিত হয়ে পড়েছে। আবার রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান সরকারের গ্যারান্টির বিপরীতে অনমনীয় ঋণ গ্রহণ করছে বিধায় বৈদেশিক ঋণের ঝুঁকি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কঠিন শর্তের ঋণের ঝুঁকি প্রশমনের জন্য international best practice-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রক্রিয়ায় ঋণের নমনীয়তা পরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য ৩১/০৫/১৯৮০ তারিখে গঠিত হার্ড টার্ম লোন কমিটি বাতিলপূর্বক মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে 'অনমনীয় ঋণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি (Standing Committee on Non-Concessional Loan)' গঠন করা হয়। যে সকল বৈদেশিক ঋণের grant element ৩৫% এর কম, সে সকল বৈদেশিক ঋণ এ কমিটিতে পরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হয়। অনমনীয় ঋণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি ২০১৫-১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ৩০ টি অনমনীয় ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে।

১.৬.১.৭ **ভবিষৎ পরিকল্পনাঃ**

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহ ও ব্যবহার এবং ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ-

- বৈদেশিক সাহায্যের কমিটমেন্ট-এর লক্ষ্যমাত্রা ৬,০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রাক্কলন করা হয়েছে।
- বৈদেশিক সাহায্যের ডিসবার্সমেন্ট-এর লক্ষ্যমাত্রা ৫০৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রাক্কলন করা হয়েছে।
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে মোট ৩১৯ টি (কারিগরি ১২৬+বিনিয়োগ ১৯৩) বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের অনুকুলে প্রকল্প সাহায্য বাবদ মোট ৪০,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
- বৈদেশিক ঋণ ও ঋণের সুদ পরিশোধের জন্য ৯৮৬৯ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে।

১.৬.১.৮. নীতি ও পদ্ধতিগত সংস্কারমূলক কার্যক্রমঃ

১.৬.১.৮.১. ফরেন এইড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (FAMS): বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট পাইপলাইন ও চলমান প্রকল্পসমুহ নিবিড় পরিবীক্ষণ এবং বৈদেশিক সহায়তার ব্যবস্থাপনা গতিশীল করার জন্য ফরেন এইড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা FAMS নামক একটি ওয়েব-বেইজড এপ্লিকেশন সফটওয়্যার তৈরি করা হচ্ছে। সফ্টওয়ারটির ট্র্যায়াল ভার্সন সম্পন্ন হয়েছে এবং ডাটা এন্ট্রির চলছে। ডিসেম্বর ২০১৬ এর মধ্যে এর পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু করা যাবে এবং জুন ২০১৭ এর মধ্যে সিস্টেমটি চালু করা যাবে মর্মে আশা করা হচ্ছে। এ সিস্টেমে প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/এজেন্সি অনলাইনে সংযুক্ত হবে। বৈদেশিক সহায়তার আহরন, ছাড় ও ব্যবহার পর্যবেক্ষন এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নসহ বৈদেশিক সহায়তার সার্বিক ব্যবস্থাপনা এ সফ্টওয়্যরের মাধ্যমে করা সম্ভব হবে।

১.৬.১.৮.২. প্রকল্প বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনয়ণের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে কাঠামো ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন করার জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কতিপয় প্রস্তাব প্রণয়ন করেছে। প্রকল্পের ডিপিপি/টিপিপি অনুমোদনের পূর্বে ভূমি অধিগ্রহণ, প্রকল্পের বিভিন্নরূপ সমীক্ষা ও স্টাডিসহ প্রস্তুতিমূলক সকল কাজ সম্পাদনের জন্য 'প্রকল্পের প্রস্তুতিমূলক কাজের চেকলিস্ট' এবং 'প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পাদনের জন্য অর্থ বরাদ্দের নীতি ও পদ্ধতি' তৈরীর প্রস্তাব উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন রয়েছে।

১.৬.১.৮.৩. Aid Information Management System (AIMS): এটি একটি ওয়েবভিত্তিক বৈদেশিক সাহায্য তথ্যের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। বাংলাদেশে আসা বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্তসমূহ AIMS ওয়েবসাইট

থেকে সংগ্রহ করা যায়। বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, খাত বা অঞ্চল অনুযায়ী বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের প্রতিশ্রুত ও ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ AIMSএর মাধ্যমে জানা যায়। সিস্টেমটি ওয়েবভিত্তিক হওয়ায় বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে এই সিস্টেমে প্রবেশ করা যায়। AIMS এর সকল তথ্য সবার জন্য উন্মুক্ত। যেকেউ www.aims.erd.gov.bd ওয়েব পোর্টাল ব্যবহার করে বিশ্বের যেকোন জায়গা থেকে "পাবলিক ইউজার" হিসেবে সিস্টেমে ঢুকে AIMS এ প্রদত্ত সকল তথ্য দেখতে পারে এবং তার প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোন ধরনের প্রতিবেদন তৈরি করতে পারে। "Strengthening Capacity for Aid Effectiveness in Bangladesh"প্রকল্পের আওতায় "Aid Information Management System (AIMS)" সফটওয়ারটি তৈরি করা হয়।

১.৬.১.৯. অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীঃ

১.৬.১.৯.১. বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম ২০১৫ (বিডিএফ) আয়োজনঃ গত ১৫-১৬ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে উচ্চ পর্যায়ের এই ফোরাম সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। ফোরামে সরকারের প্রতিনিধি, উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি এবং সিভিল সোসাইটি নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। এ ফোরাম একটি উচ্চ পর্যায়ের প্ল্যাটফর্ম যেখানে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এজেন্ডা সমূহ বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারন করা হয়। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদনের পর পরই এ ফোরাম অনুষ্ঠিত হওয়ায় এবারের ফোরাম বিশেষ গুরুত্ব বহন করেছে। দুই দিনের এ ফোরামে অংশগ্রহণকারীগণ যথোচিত কাজ (decent job) এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও বিনিয়োগের বাধা দূরীকরণে আঞ্চলিক সংযোগ বৃদ্ধি, দক্ষতা বৃদ্ধি, বেসরকারী খাতের জন্য পরিবেশ তৈরি, উন্নত অবকাঠামো নির্মাণ, সামাজিক সুরক্ষা জোরদারকরন, উন্নত মানব সম্পদ গঠন, নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

১.৬.১.৯.২. অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বৈদেশিক সম্পদ সংগ্রহের পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করে থাকে। বৈদেশিক সাহায্যের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে এ ধরণের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরাম এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন আলোচনাতেও এ বিভাগ প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। এ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সভার মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজনের নিরিখে বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্র আরো প্রসারিত হওয়ার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল হয়েছে।